তারিখ ....23 FEB 2017
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম...2......

# নিষিদ্ধ গাইড'র রমরমা বাণিজ্যের নেপথ্যে শিক্ষকরা!

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষা করে বাগেরহাটের অর্থলোভী অসাধু শিক্ষকরা বিভিন্ন প্রকাশনা কোম্পানির মাধ্যমে নগদ অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই ক্রয়ের পরামর্শ, এমনকি পাঠ্যক্রমে গাইড বই অন্তর্ভুক্তি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা অর্থের মোহে পড়ে প্রকাশ্যে গাইড বই বিক্রি করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জেলার মোল্লাহাট উপজেলার দু'টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে এ অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, সরকারের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে কেবল অবৈধ অর্থ উপার্জনের মোহে মোল্লাহাট উপজেলার ৪০ নং চাঁদেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুচিত্রা ভক্ত ও ৩৬ নং কাকড়ী চাকদাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিবানী রায়ের উক্ত কর্মকাণ্ডে হতবাক হয়েছেন ওই এলাকার শিক্ষক ও সুধী সমাজ। গাইড বই বাণিজ্যের প্রতিবাদ করায় অন্যান্য শিক্ষক ও লাইব্রেরি মালিকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক সুচিত্রা ভক্তর তুমুল ঝগড়ার প্রমানও পাওয়া গেছে।

তথ্যসূত্রে প্রকাশ, চাঁদেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুচিত্রা ভক্ত দীর্ঘদিন ধরে তার স্কুলের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর নিকট সরকার নিষিদ্ধ গাইড বিক্রির মাধ্যমে অবৈধ টাকা উপার্জন করে আসছেন। চলতি বছরের জন্যে অধিক কমিশন/মুনাফা পেয়ে অগ্রিম টাকা নিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পপি গাইড তুলে দেন উক্ত প্রধান শিক্ষক। গত বুধবার সকাল ১০টার দিকে প্রকাশ্যে ওই বিদ্যালয়ে এসে পপি গাইড কোম্পানির স্টাফ পরিচয়ে রাজু আহম্মেদ নামের এক যুবক কয়েক সেট গাইড তুলে দেন প্রধান শিক্ষক সুচিত্রা ভক্তর নিকট। উক্ত যুবককে ওই সময়ে আরো কিছু গাইডের জন্য এক হাজার পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম/বায়না দেন তিনি। বিষয়টি সরাসরি দেখে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন চাঁদেরহাট বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ গাইন ও সহকারী শিক্ষক অজিত কুমার রায়। অবৈধ গাইড বই বিক্রির প্রতিবাদ করায় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদ্বয়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এক পর্যায়ে পপি গাইড কোম্পানির যুবককে আটক করে উপজেলা পুস্তক সমিতির সভাপতিকে খবর দেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পরে পুস্তক সমিতির সভাপতি শরীফ মাসুদুল করিমের মধ্যস্থতায় ঝগড়ার অবসান এবং যুবককে মুক্তি দেয়া হয়। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক সুচিত্রা ভক্ত বলেন, অনেক কোম্পানির সৌজন্য গাইড পেয়েছি। আমরা কমপক্ষে চার মাস ছেলে-মেয়েদের মূল বই পড়াতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অনেকেই গাইড কিনে ফেলেছে। অনেক সময় অভিভাবকরা ভুল গাইড ক্রয় করেন। তাই তিনি গাইড কিনতে সহযোগিতা করেছেন। সহকারী শিক্ষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধান শিক্ষক সুচিত্রা ভক্ত আরো বলেন-পপি গাইডের মান ভালো, তাই তিনি উক্ত গাইড বই এর জন্য এক হাজার টাকা অগ্রিম/বায়না দিয়েছেন।

**বাগেরহাট**
**বই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত গাইড বই**

উপজেলার ২৬ নং কাকড়ী চাকদাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে না পাওয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সহকারী শিক্ষকরা জানান-তাদের প্রধান শিক্ষক শিবানী রায় স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিকট বাধ্যতামূলক পপি গাইড বিক্রি'র মাধ্যমে অবৈধ অর্থ উপার্জন করছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শিশির বিশ্বাস বলেন, গাইড সংক্রান্তে তার শিক্ষকরা জড়িত থাকলে তিনি তার/তাদের বিরুদ্ধে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।

উল্লেখ্য, বাগেরহাট জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতাদের মোটা অংকের অর্থের মাধ্যমে নোট-গাইড বই কোম্পানি প্রতিনিধিরা নিম্নমানের বই মার্কেটিং করছে বলে অভিযোগ ও বাস্তবতা অব্যাহত রয়েছে।